# আমাদের ছোটো নদী রহস্য

হিমানীশ গোস্বামী



কবিদের কত খুন মাপ তা নিয়ে, এ-পর্যন্ত বোধহয় কোনও মাপ-জোক হয়নি। তবে কবি মাত্রকেই কিছু কিছু খুন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। হয়তো একটু বেশী মাত্রাতেই দেওয়া আছে, তাতে সে-সব কবিতা পড়ে আমার মতো মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়েও চেপে যেতে বাধ্য হই। বিশেষ করে বিভ্রান্ত হই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনা আর বিভ্রান্ত হয়েও ট্যাঁ- ফুক রিনি এতদিন। বাঙালিসুলভ ভয়ের অভয়ারণ্যে বাস করতে করতে কোনও কবির বিদ্ধেই মুখ খুলতে কিংবা পেনের খাপ খুলতে সাহস করিনি, কিন্তু এখন ভাবছি এ কি ভাল হচ্ছে? না-হয় কেউ কেউ আমাকে ঘৃণা করবেন, কেউ হয়তো দু -পাঁচ ঘা মেরেই বসবেন, কন ঘৃণা, মান দু - পাঁচ ঘা (আস্তে হলেই ভাল হয়), আমি আর এই বয়সে বয়সে ডরাই না। এ-কথা আমার এখন আর বলতে আপত্তি নেই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সব লেখাই আমার কাছে দুর্বোধ্য এবং এটাও আমার ধারণা হয়েছে যে তিনি অনেক অসম্ভব কথা লিখেছেন এবং মিথ্যা কথা লিখেছেন বলব না, তবে সম্পূর্ণ সত্য বলেননি, রহস্যময় এমন সব বাক্যের আড়ালে-আবডালে তাঁর চিন্তাগুলিকে রেখেছেন যে তার সদর্থ করে কার সাধ্য। অনেক বলেন তাঁর কিছু কিছু কবিতা বুঝতে মেধার দরকার হয়, দরকার হয় মানসিক প্রখরতার, দরকার হয় বিশেষ এক সংবেদনশীল মননের। এ - সব যাঁদের কাছে অসাধ্য তাঁরা তাঁর কাব্যপাঠে তৃপ্তি পাবেন না এটাই তো পরমপিতার উদ্দেশ্য। ওঁর সব লেখাই যে আমার মতো গ্রাম্য, প্রায় অশিক্ষিত লোক বুঝবেনই এমন গ্যারান্টি তো তিনি দেননি কখনও, অতএব তাঁর লেখা দুর্বোধ্য হওয়াটা তাঁর অপরাধ নয়। তিনি এ - বাবদ খেসারত দিতেও বাধ্য নন।

কিন্তু ছোটো নদী কবিতাটি তো আগে দুর্বোধ্য ছিল না। তাঁর সমধিক প্রচলিত কবিতাটারই কথা সেটি যখন প্রথমেপড়েছি আমার আট-দশ বছর বয়সে, তখন তো একটি প্রশ্নও মনে আসেনি। আজ প্রায় সত্তর বছর পর সেটা বুঝতেঅসুবিধা কেন?কেন এই একদা সরল মনে হয়েছিল যেটি সেটি এমন বক্র হয়ে পড়লো, কেমন করেই বা তা ঘটল? তখন জানতাম আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে। কোথাও ঝামেলা ছিল না। এখন মনে হয়। অত বড়ধনীপরিবার, তাঁদের একটা নদী-নিশ্চই থাকতে পারত। একটা কিংবা এক ডজন। ঠিক আছে, মেনেই নিলাম। কিন্তু নদীটি লম্বায় কতমাইল ছিল জানালে একটা দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেতাম। কিন্তু খটকা বাধে চলে বাঁকে বাঁকে কথাটি দেখে। কেন চলে বাঁকে বাঁকে ? সোজা যেতে নদীটির অসুবিধা কী কী হয়েছিল ? হতে পারে কি কথাটা বেঁকে বেঁকে? কিন্তু এই চিন্তা বা সহস্যের সমাধান হতে না হতেই গাঢ়তর রহস্য এসে হাজির হয়----বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, এমন একটি বৈশাখ মাসের তো হিসেব পাওয়া গেল এখানে, কিন্তু পাওয়া গেল না বাকি এগারো মাসের জলের উচচতায় হিসাব। যখন কবি মহাশয় হিসেবই দিচ্ছেন তখন মাত্র একটি মাসের হিসাব কেন? তাঁর কাছে কি অন্য মাসগুলি অদৃশ্য ছিল? না তাও নয়। ছিল না, সেটা পড়ে পড়েই বোঝা যাবে। মনে প্রশ্ন জাগতে থাকে ---প্রশ্নেরা ঘুম ভেঙেই প্রশ্ন করে জ্যৈষ্ঠ মাসে কত জল ছিল, কত জল ছিল আষাঢ় মাসে কিংবা পৌষ মাসে---- যখন অন্যত্র এক রচনায় বলছেন, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আবার আয়নের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি তিনি লিখেছেন, অথচ তখন তাঁদের ছোটো নদীতে জল কত গভীর ছিল সেটি জানাননি। কেন জানাননি ? প্রশ্ন আরও আছে--ওটি কোন বছরের হিসেব ? সব বছরের বৈশাখ মাসেই কি জল হাঁটুর উচচত

ায় থাকে ? যদি ধরেই নেওয়া যায় সেটাই ঠিক, তা হলে সেটি কার হাঁটুর কথা হচ্ছে এখানে? শিশুর, বালকের, যুবকের না কোনও বৃদ্ধের? তাঁদের উচ্ছতাই বা কত? নাকি এই হাঁটু হল গর? তা হলেও জানা দরকার হয় ছোটো গর না বড় গ?
এত সব আনুমানিক ব্যাপারে জটিল না করে তিনি যদি লিখতেন, এক ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি কিংবা এক ফুট সোয়া সাত ইঞ্চি তা হলে আর এত দুশ্চিন্তা করতে হত না।

এর পর আছে --- পার হয়ে যায় গ, পার হয় গাড়ি....। এখানে প্রশ্ন আসেই গ আলাদা এবং গাড়ি আলাদা পারহয় কি ? তা যদি হয়, তা হলে গাড়িটিকে পার করেন কে বা কাহারা? কটি ? এ- সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়না। এর পর দেখা য াচ্ছে----- দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি। ঝুন কারবার ---গ, গাড়ি সব দুমদাম পার হচ্ছেঅথচ দুই ধার উঁচু, এবং পাড়ি ঢালু । এতে আমার মতো ছা-পোষা বুড়োর কাছে নিতান্তই অসম্ভব ঠেকছে ! এ-সবকথা অকবি কেউ লিখলে অ াদালতে গিয়ে নানা রকম হেনস্থা করা হতই, কিন্তু কবির রচনা বলে এ-সব প্রশ্নকরাই হয়নি---- অদালতেও নয়, বাইরেও নয়।

এর পর আরও অদ্ভুত!চিক চিক করে বালি। ----ঠিক আছে--- বালি চিক চিক করেই থাকে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার বা পূর্ব বাংলার একটা নদী দেখান তো যেখানে কোথা নাই কাদা ! আমি তো দেখিনি এমন অদ্ভুত দৃশ্য। এ নিশ্চয় অন্য কোনও প্রদেশের কথা হবে । তারপর ? একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা ! কাশবন ফুলে ফুলে সাদা হতেই পারে, কিন্তু এক ধ ারে কেন? অন্য ধারে কেন ছিল না? কবি এ ব্যাপারে নীরবই থাকেন। বৈশাখ মাসে যে কাশ ফুল একেবারে দেখা যাবে ন া তাও নয়--কাশ ফুল শরৎকালের একচেটিয়া নয়, তবে বৈশাখ মাসে তার হম্বিতম্বি অনেকটাই কম কবি সেটা উল্লেখ করলেই চুকে যেত।

এর পর কবি জানান শালিকের কিচিমিচি করে ---ধরেই নিচ্ছি দিনের বেলায়। শালিকেরা কী বলে তা কিন্তু কবি বলেন ন া---এরপরই তিনি এক খেঁক শেয়ালের ডাক শোনেন। রাত্রে তারা থেকে থেকে ডেকে ওঠে। সেটা কি কবিকে দেখে ভয় পেয়ে না কি অন্য কারণে? শালিকেরা কেন কিচিমিচি করে আর শেয়ালরাই বা কেন ডাক দেয় কবি থ্য জানাতে ভুলে য ান, আর আমার মতো রহস্যপ্লুত ব্যাক্তিগণ দুশ্চিন্তায় ডগমগ হয়ে পড়েন। শালিক, শেয়াল এদের কথা ভারি জানতে ইচ্ছে করে।

আরও সব অনেক কথা আছে অনেক রহস্য আছে। আম গাছ তাল গাছ ইত্যাদির কথা আছে। বালি দিয়ে বাটি থালা এ সব মাজে---কিন্তু গেলাস হাঁড়ি এ- সব মাজে না। কেন মাজে না ভেবে কূল পাই না। আরও দেখি কেবল গৃহগধূরাই ব াসন মাজে এবং বাসন মেজেই (গেলাস হাঁড়ি ইত্যাদি বাদ) বাড়িতে চলে যায়। একটু পরেই বর্ষা এসে পড়ে। কবি তা নিয়েই কিছু বলেন। তার পর সব শেষ। বৈশাখ থেকে আষাঢ় এ-টুকু বলেই নদীর ইতিহাস শেষ হয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবিরা কোনও কিছুরই উত্তর দিতেই বাধ্য নন। তবে আশার কথা কবিদের কবিতা বোঝা যে একেবারে যায় না তা নয়-- - অনেক পাঠ্য কবিতার নোট লেখা হয় , কবিতার চাইতে পঞ্চাশ গুণ (গড়ে) তার বিস্তার । আমার মনে হয় যাঁরা নে াটবই লেখেন তাঁদের উচিত অবিলম্বে কবিদের লেখার আসল উদ্দেশ্য কী তা সর্বসাধারণকে খুলে বলা।
আজ এখানেই শেষ করি



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com